গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) এর দপ্তর
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং ৩৮.০০.০০০০.০১৭.২৭.০০১.২০- ১১

তারিখঃ ১৮ আষাঢ় ১৪২৭ / ০২ জুলাই ২০২০

জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ভার্চুয়াল সভায় প্রদত্ত দিকনির্দেশনাঃ

সভার স্থান	:	ভার্চুয়াল সভা
তারিখ	:	০২ জুলাই ২০২০ খ্রিঃ
সময়	:	দুপুর ০২:০০ ঘটিকা

অংশগ্রহণকারী:

০১। বিভাগীয় উপপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা, সকল বিভাগ।
০২। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, মেহেরপুর, মৌলভীবাজার ও পিরোজপুর।
০৩। সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া।

সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করা হয়। সভায় সচিব মহোদয় কর্তৃক প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং কোভিড-১৯ মোকাবেলায় ইতোপূর্বে প্রদত্ত নির্দেশনা এবং সভাপতি কর্তৃক ১৬-০৫-২০২০ তারিখের ভার্চুয়াল সভাসহ সময় সময় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি বিষয়ে সভাপতি জানতে চান। সভায় অংশগ্রহণকারীবৃন্দ জানান মাঠ পর্যায়ে নিম্নোক্ত নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়িত হচ্ছেঃ

১। সকল শিক্ষার্থীর অভিভাবকের মোবাইল নম্বর বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিকট সংরক্ষিত আছে। এছাড়া শিক্ষকদের মোবাইল নম্বর প্রত্যেক শিক্ষার্থী/অভিভাবকের নিকট প্রেরণ নিশ্চিত করা হয়েছে।
২। প্রত্যেক শ্রেণিশিক্ষক তাঁর শ্রেণির শিক্ষার্থীদেরকে গ্রুপে বিভক্ত করে মুঠোফোনে যোগাযোগের মাধ্যমে পাঠদান অব্যাহত রেখেছেন।
৩। শিক্ষার্থী/অভিভাবকগণ শ্রেণিশিক্ষক কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে বিষয়ভিত্তিক পাঠদানসহ যে কোন সমস্যা সমাধানে শিক্ষকদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছেন। শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীর সাথে পিতৃ ও মাতৃসূলভ এবং অভিভাবকদের সাথে বিনয়ী আচরণ করছেন।
৪। 'One day one word' এর কার্যক্রম মুঠোফোনের মাধ্যমে চলমান আছে।
৫। লেখাপড়ার বিষয়টি মনিটরিংয়ের পাশাপাশি শিক্ষকগণ কোভিড-১৯ সম্পর্কে শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের সচেতন করার কাজ অব্যাহত রেখেছেন। শারীরিক দূরত্ব ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার বিষয়েও নিয়মিত পরামর্শ দিচ্ছেন।
৬। শ্রেণিশিক্ষক/বিষয়-শিক্ষকগণ শিক্ষার্থী/অভিভাবকদের সাথে লেখাপড়া সংক্রান্ত প্রতিদিনের ফোনালাপের পরিসংখ্যান সংরক্ষণ করে প্রধান শিক্ষকের নিকট সরবরাহ করছেন। পরবর্তীতে প্রধান শিক্ষক উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ অব্যাহত রেখেছেন।
৭। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ চলমান পাঠদান কার্যক্রম মনিটরিং অব্যাহত রেখেছেন।
৮। উপজেলা শিক্ষা অফিসার এবং সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসারগণ শিক্ষকদের সাথে পর্যায়ক্রমে ক্লাস্টারভিত্তিক ভার্চুয়াল/অনলাইন প্লাটফর্মের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পাঠদান এবং কোভিড-১৯ সম্পর্কে সচেতনতা কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছেন। ফলে শিক্ষার্থীরা আনন্দের সাথে পাঠদানে মনোযোগী হয়েছে।
৯। ইউআরসি ইন্সট্রাকটরগণ গ্রুপ করে শিক্ষকদের ভার্চুয়াল মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু করেছেন। ফলে ভবিষ্যতে অনলাইন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হলে শিক্ষকগণ সহজে প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন।

১০। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারগণ প্রায়শই ভার্চুয়াল সভা/ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করছেন এবং সার্বিক কার্যক্রম তদারকি করছেন।

১১। বিভাগীয় উপপরিচালকগণ তার আওতাধীন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, পিটিআই সুপারিনটেনডেন্ট, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের নিয়ে ভার্চুয়াল সভা করছেন।

১২। সভাপতির নির্দেশ মোতাবেক কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ শুরু হওয়ার পর হতে শিক্ষকগণ সেলফ মোটিভেটেড হয়ে দরিদ্র ও অস্বচ্ছল শিক্ষার্থীদের পরিবারকে সাহায্য/ত্রাণ দিয়ে আসছেন।

১৩। স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রেখে কোভিড-১৯ মোকাবেলায় সহযোগিতা করা হচ্ছে।

উপরোক্ত কার্যক্রমের বিষয়ে সভাপতি সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি সভাকে জানান যে, গত ১৮.০৬.২০২০ তারিখে সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে মাগুরা ও মেহেরপুর জেলার শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষক এবং উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে অংশীজনের সভা অনুষ্ঠিত হয়। মাগুরা ও মেহেরপুর জেলার মেন্টরগণের আন্তরিক প্রচেষ্টা, সার্বক্ষনিক তদারকি এবং গৃহীত কার্যক্রমের ফলে জেলা দুটিতে প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানোন্নয়ন হয়েছে। উক্ত সভায় জেলা দুটিতে গৃহীত কার্যক্রমসমূহ সকল জেলায় সম্প্রসারিত করা যেতে পারে বলে সচিব মহোদয় অভিমত ব্যক্ত করেন মর্মেও তিনি জানান। এ পরিপ্রেক্ষিতে প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে বর্ণিত জেলা দুইটিতে গৃহীত কার্যক্রমসমূহ প্রতি বিভাগের কমপক্ষে একটি জেলায় সম্প্রসারিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে মর্মে সভায় অংশগ্রহণকারী সকলে একমত পোষণ করেন।

সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে ইতোপূর্বে প্রদত্ত নির্দেশনার ধারাবাহিকতায় উপরোক্ত কার্যক্রম অব্যাহত রাখাসহ নিম্নোক্ত নির্দেশনা প্রদান করা হয়ঃ

১। 'One day one word' এর কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।

২। শিক্ষকগণ ১৫ দিন পরপর শিক্ষার্থীর পারফরমেন্সের উপর ভিত্তি করে আপেক্ষিক মূল্যায়ণ করবেন এবং মূল্যায়ণের জন্য ডাইরি সংরক্ষণ করবেন। এতে বিদ্যালয় খোলার পর শিক্ষকগণ পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে ধারণা নিয়ে তাদের প্রতি অধিকতর যত্নশীল হতে পারবেন।

৩। আনন্দের সাথে পাঠদানের জন্য শিক্ষার্থীদেরকে উৎসাহিত করতে মুঠোফোনে/ ভার্চুয়াল প্লাটফর্মের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা আয়োজন করা যেতে পারে।

৪। ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে অভিজ্ঞ শিক্ষক দ্বারা পাঠদানের ব্যবস্থা করতে হবে। গণিত ও ইংরেজি বিষয়ের প্রতি বেশী গুরুত্ব দিতে হবে।

৫। শ্রেণিশিক্ষকগণ বিষয়ভিত্তিক রুটিন করে নির্দিষ্ট শ্রেণির ৬-১০ জন পর্যন্ত শিক্ষার্থীর সাথে প্রতিদিন পাঠদানের বিষয়ে মুঠোফোনে কথা বলবেন। অভিভাবকের সাথে আলোচনাপূর্বক সুবিধাজনক সময় নির্ধারণ করে পাঠদান কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।

৬। বিভাগীয় উপপরিচালকগণ তার আওতাধীন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, পিটিআই সুপারিনটেনডেন্ট, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের নিয়ে ভার্চুয়াল সভা অব্যাহত রাখবেন।

৭। কোভিড-১৯ সংক্রমনের ফলে যেসকল শিক্ষার্থীর স্থানান্তর ঘটেছে তাদেরকে চিহ্নিত করে বর্তমানে অবস্থানরত এলাকার মোবাইল পাঠদান নেটওয়ার্কের সাথে সম্পৃক্তকরণে সংশ্লিষ্ট উপজেলা শিক্ষা অফিসার/ উপজেলা সহকারী শিক্ষা অফিসার/ প্রধান শিক্ষকগণ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৮। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার তার জেলার বিদ্যালয়ের ক্ষুদ্র মেরামতের কাজের তালিকা জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করবেন। জেলা প্রশাসক বিদ্যালয়ের মেরামত কার্যক্রম মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৯। ইউআরসি ইন্সট্রাক্টরগণ বিষয়ভিত্তিক ১৫-২০ জন শিক্ষকের গ্রুপ করে জুম মিটিংয়ের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে। পরবর্তীতে অনলাইনে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হলে তা সহজ ও গতিশীল হবে।

১০। প্রধান শিক্ষক ১৫ দিন পরপর বিদ্যালয়ের কক্ষসমূহ ও বিদ্যালয় আঙ্গিনা পরিস্কার পরিছন্ন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১১। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর উপবৃত্তির জন্য নির্ধারিত মোবাইল নম্বর ছাড়াও বিকল্প আরেকটি নম্বর সংগ্রহ করা যেতে পারে।

১২। সংসদ টিভির পাঠদান কার্যক্রম যাতে শিক্ষার্থীরা দেখে সে ব্যাপারে যথাযথ ভূমিকা নিতে হবে।

১৩। জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার এর সহযোগিতায় স্থানীয়ভাবে কেবল টিভির মাধ্যমে পাঠদানের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

১৪। অনলাইন প্লাটফর্মের মাধ্যমে পাঠদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

১৫। অভিভাবককে সচেতন করতে এস.এম.সি-কে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।

১৬। শিক্ষকগণ কর্তৃক সেলফ মোটিভেটেড হয়ে দরিদ্র ও অস্বচ্ছল শিক্ষার্থীদের পরিবারকে সাহায্য/ত্রাণ সরবরাহ অব্যাহত রাখা যেতে পারে।

১৭। মাঠ পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের পাঠদান ও কোভিড-১৯ মোকাবেলায় যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে তা স্থানীয় প্রশাসনকে সময়ে সময়ে অবহিত করতে হবে।

কোভিড-১৯ মোকাবেলায় স্বাস্থ্য সচেতনতাসহ নিরাপত্তা, জীবন-জীবিকা এবং আনন্দের সাথে পাঠদান বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষার মাঠ পর্যায়ের সকল কর্মকর্তাদের সচেষ্ট থেকে দায়িত্ব পালন করার অনুরোধ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

স্বাক্ষরিত/-
০২/০৭/২০২০
(মোঃ তাজুল ইসলাম)
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

নং ৩৮.০০২.০২৩.০০.০০.০০১.২০০৬- ৬২১

তারিখঃ ২২ আষাঢ় ১৪২৭ / ০৬ জুলাই ২০২০

বিতরণঃ

০১। বিভাগীয় উপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা, (সকল বিভাগ)।
০২। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার (সকল)।
০৩। সুপারিনটেনডেন্ট, পিটিআই (সকল)।

সদয় অবগতি/কার্যার্থেঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১. অতিরিক্ত সচিব (সকল), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২. মহাপরিচালক, ডিপিই/বিএনএফই/সিপিইআইএমইউ/নেপ।
৩. যুগ্মসচিব (সকল), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪. মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৫. সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৬. উপপ্রধান, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৭. উপসচিব (সকল), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৮. সিনিয়র সহকারী সচিব/ সিস্টেম এনালিস্ট/ প্রোগ্রামার/ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৯. সিস্টেম এনালিস্ট, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (তাঁকে অফিস আদেশটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
১০. অফিস কপি।

০৬/০৭/২০২০
(ড. মোঃ মাহবুবুর রশীদ)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫১৪০৯১